দিন-১১

কাজ-২ : মূল্যবোধ সৃষ্টিতে শিক্ষকের করণীয় উল্লেখ করা **সময়:** ২০ মিনিট

- তথপত্রে প্রদত্ত এ সম্পর্কীত তথ্য প্রজেক্টরে পর্যায়ক্রমে প্রদর্শন করুন এবং ব্যাখ্যা আহ্বান করুন।
- কয়েকজনকে এ সম্পর্কে বাস্তব উদাহরণ প্রদান করতে বলুন।
- আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন।

কাজ-৩ : শিখন শেখানো কাজে সম্পর্ক উন্নয়নের কতিপয় দিক চিহ্নিত করা **সময়:** ২০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের চার দলে ভাগ হয়ে বসতে বলুন।
- প্রত্যেক দলকে এ সম্পর্কে নিম্নরূপভাবে ২টি করে ইতিবাচক সম্পর্ক উন্নয়নের উপায় বিতরণ করুন।
- দলে আলোচনা করে প্রাপ্ত বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদান করতে বলুন।

কাজ-৪ : : স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করতে শিক্ষকের ভূমিকা পর্যালোচনা করা **সময়:** ৩০ মিনিট

- পূর্বের দল ঠিক রেখে প্রত্যেক দলকে আলোচনা করে স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করতে শিক্ষকের ভূমিকা কী সেসম্পর্কে তা লিখতে বলুন।
- লেখার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করুন।
- দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলুন এবং একটি সমন্বিত তালিকা প্রণয়ন করতে সহায়তা দিন।
- তথ্যপত্রে প্রদত্ত করণীয় পড়তে বলুন এবং অধিবেশনে প্রস্তাবিত তথ্যের সাথে তা মিলিয়ে দেখতে বলুন।
- স্বদেশপ্রেম এবং শিক্ষার পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন ও সকলের ধারণা স্পষ্ট করতে সহায়তা দিন।

৮। মূল্যায়ন: **সময়:** ৫ মিনিট

- নিচে প্রদত্ত প্রশ্নের আলোকে অংশগ্রহণকারীগণের ধারণা যাচাইয়ের জন্য উত্তর আহ্বান করুন
  - * প্রশিক্ষণে আপনি আপনার মূল্যবোধ প্রদর্শন করেছেন তার একটি উদাহরণ দিন।
  - * শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ জাগ্রত করার জন্য আপনার একটি পরিকল্পনার কথা বলুন।
  - * সম্পর্ক উন্নয়ন শিক্ষাকে কীভাবে প্রভাবিত করে একটি উদাহরণ দিন।
  - * কীভাবে আপনার শিক্ষার্থীর মধ্যে স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করবেন তার একটি উদাহরণ দিন।

৯। স্ব-অনুচিন্তন:

- অধিবেশনের বিষয়বস্তু অংশগ্রহণকারীগণের জন্য কতটা উপযুক্ত ছিল?
- ব্যবহৃত পদ্ধতি ও কৌশল কতটা কার্যকর ছিল?
- ভবিষ্যতে অংশগ্রহণকারীদের কার্যকর শিখনের জন্য কোনো দিক উন্নত করার প্রয়োজন আছে কি ?

দিন-১১

১। শিরোনাম: শিখন শেখানো কাজে উদ্ভাবনী চিন্তা ও উদ্বুদ্ধকরণ।

২। মূলভাব: বৈশ্বিক উন্নয়নকে বিকশিত করার জন্য সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনকুশলতাই হলো সফলতার চাবিকাঠি। একবিংশ শতাব্দিতে নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের কর্ম জীবনে প্রবেশের প্রস্তুতি জন্য তাদের সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন কুশলতায় দক্ষ করে তুলতে হবে। বলা হচ্ছে ২১ শতকের অংশীদারিত্বে উদ্ভাবন শক্তিই নির্ধারণ করবে ব্যক্তির টিকে থাকার বিষয়কে। অপরপক্ষে উদ্বুদ্ধকরণ কাজ হলো শ্রেণিকক্ষে তথা শিখন শেখানো কাজে শিক্ষার্থীর অর্জনের মূল চালিকা শক্তি। কটু প্রশংসা এবং প্রণোদনা শিক্ষার্থীকে অনেকদূর পর্যন্ত যেমন নিয়ে যেতে পারে, তেমনি কাজের ক্ষেত্রে নতুনভাবে ভাবতে শেখাতেও পারে। শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রভাব ব্যাপক। শিক্ষককে প্রকৃত শিক্ষক হয়ে ওঠার জন্য এবং শিক্ষার্থীকে অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠার জন্য সহায়তা করে জীবনব্যপি। উদ্ভাবনী চিন্তা ও উদ্বুদ্ধকরণ কাজে শিক্ষকের করণীয় কী সেসম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য এ অধিবেশনের অবতারণা।

৩। সময় : ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

৪। শিখনফল :এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক) উদ্ভাবনী চিন্তারস্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন

খ) শিক্ষার্থীর উদ্ভাবনী চিন্তারবিকাশে শিক্ষকের করণীয় বিশ্লেষণ করতে পারবেন

গ) শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধকরণের উপায় উল্লেখ করতে পারবেন

৫। পদ্ধতি/কৌশল : প্রশ্নোত্তর আলোচনা, একককাজ, দলগতকাজ, প্লেনারি আলোচনা, উপস্থাপন।

৬। সহায়ক সামগ্রী : প্রশ্নকার্ড, পোস্টার পেপার, মার্কার, তথ্যপত্র,

৭। অধিবেশনের বিবরণ

কাজ-১ : উদ্ভাবনী চিন্তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করা **সময়:** ২৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করুন- উদ্ভাবনী চিন্তাবলতে আমরা কী বুঝি?
- অংশগ্রহণকারীদের দেওয়া উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন।
- সহায়ক তথ্যপত্রের আলোকে এ সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট করুন।

কাজ-২ : শিক্ষার্থীর উদ্ভাবনী চিন্তার বিকাশে শিক্ষকের করণীয় বিশ্লেষণ করা **সময়:** ৩০ মিনিট

- শিক্ষার্থীর উদ্ভাবনী চিন্তার বিকাশে শিক্ষকের করণীয় কী ? প্রশ্নটি বোর্ডে লিখুন।
- প্রত্যেককে ২টি করে পয়েন্ট নিজ খাতায় লিখতে বলুন।
- একজন অংশগ্রহণকারীকে বোর্ডে এ তথ্যগুলো লিখতে বলুন।
- পূর্বে প্রস্তুত করা সহায়ক তথ্যপত্রে প্রদত্ত শিক্ষকের করণীয় প্রদর্শন করুন।
- প্রশ্নোত্তরে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন।

দিন-১১

কাজ-৩ : শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধকরণের উপায় উল্লেখ করা **সময়:** ৩০ মিনিট

- তথপত্রে প্রদত্ত এ সম্পর্কীত তথ্য প্রজেক্টরে পর্যায়ক্রমে প্রদর্শন করুন এবং ব্যাখ্যা আহ্বান করুন।
- কয়েকজনকে এ সম্পর্কে বাস্তব উদাহরণ প্রদান করতে বলুন।
- আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন।

৮। মূল্যায়ন: **সময়:** ৫ মিনিট

- নিচে প্রদত্ত প্রশ্নের আলোকে অংশগ্রহণকারীগণের ধারণা যাচাইয়ের জন্য উত্তর আহ্বান করুন
  - * উদ্ভাবনী কুশলতা অর্জনের কী কী যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন ?
  - * শিক্ষার্থীগণের উদ্ভাবনী চিন্তার বিকাশের ক্ষেত্রে একটি পরিকল্পনা বলুন।
  - * উদ্ভাবনী শক্তি ও উদ্বুদ্ধকরণ এর মধ্যে একটি সম্পর্ক বলুন।
  - * শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করতে শিক্ষকের একটি করণীয় উল্লেখ করুন।

৯। স্ব-অনুচিন্তন:

- প্রতিটি কাজের বিপরীতে সময় বিভাজন সঠিক ছিল কি না?
- ব্যবহৃত উপকরণ ও উপস্থাপিত পদ্ধতি ফলপ্রসূ ছিল কি?
- বিকল্প কোনো উপায়ে অধিবেশনটি আরওভালো করা যায় কি না?

দিন-১১

১। শিরোনাম : সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য বিধি বিধান, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, বাল্যবিবাহ নিরোধ ও জনসচেনতা

২। মূলভাব : চাকুরি সংক্রান্ত অধিকার, দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা এবং জ্ঞান, সরকারি কর্মচারীদের অধিকতর দক্ষ করে তোলে এবং তাদের স্পৃহা ও কর্ম উদ্দীপনা বৃদ্ধি করে। তাই প্রতিটি সরকারি কর্মচারীর চাকুরি সংক্রান্ত সরকারি বিধিমালা সম্পর্কে অবহিত হওয়া একান্ত অপরিহার্য। বর্তমান প্রশিক্ষণে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিধি যেমন- (১) সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯, (২) সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫, (৩) সরকারি কর্মচারী বিশেষ বিধান অধ্যাদেশ, ১৯৭৯, (৪) গণকর্মচারী শৃংখলা (নিয়মিত উপস্থিতি) অধ্যাদেশ, ১৯৮২, (৫) নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ সম্পর্কে আলোচনার ব্যবস্থা রয়েছে।

৩। সময় : ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

৪। শিখনফল : এ অধিবেশন শেষে অংশকারীগণ:-

(ক) সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য বিধি বিধান সম্পর্কে ধারণা লাভ ও কর্মকালীন সময়ে বিধি বিধান মেনে সুশৃংখলভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

(খ) দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারবেন।

(গ) কর্ম জীবনে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

৫। পদ্ধতি ও কৌশল : Power Point Presentation, দলীয় কাজ, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ও উপস্থাপন।

৬। সহায়ক সামগ্রী : পোস্টার পেপার, মার্কার, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া।

৭। অধিবেশনের বিবরণ :

কাজ-১ : সরকারি কর্মচারীদের জন্য বিধি বিধান **সময়:** ৪০ মিনিট

(১) সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯, (২) সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫, (৩) সরকারি কর্মচারী বিশেষ বিধান অধ্যাদেশ, ১৯৭৯, (৪) গণকর্মচারী শৃংখলা (নিয়মিত উপস্থিতি) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (৫) নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা ১৯৫৯। উল্লিখিত বিষয়ের উপরে Power Point Presentation, আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের সম্পৃক্ত করে বিষয়সমূহ উপস্থাপন করুন। অংশগ্রহণকারীদের ৫টি দলে বিভক্ত করে দলীয় কাজ প্রদান করুন এবং কাজ শেষ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন শেষ করুন।

দিন-১১

কাজ-২ : : জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, বাল্যবিবাহ নিরোধ ও জনসচেনতা **সময়:** ৩০ মিনিট

- Power Point Presentation এর পরে রিসোর্স বই এর সংশ্লিষ্ট অংশ পড়তে দিন, অংশগ্রহণকারীদের দলে বিভক্ত করে এবং এ বিষয়ে দলীয় প্রতিবেদন তৈরি করে পরে প্লেনারিতে উপনস্থাপন করতে বলুন উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্ন/সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করুন। পরবর্তী করনীয় সম্পর্কে একটি গাইড লাইন সকলের মতামতের ভিত্তিতে তৈরি করুন। সকলকে তা ভবিষ্যতে শ্রেণিকক্ষে অনুসরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ।

৮। **মূল্যায়ন :** বিধি বিধান ও শুদ্ধাচার কৌশল, সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের অর্জিত জ্ঞান মূল্যায়ন করুন।

কাজ-৩ : সমাপনী **সময়:** ২০ মিনিট

- পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানাবেন এবং বলবেন 'একটি নতুন ধারণা বাস্তবায়নে সমস্যা আসবে। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাধা দূর করা যায়। প্রয়োজন শুধু আন্তরিকতার। সকলে আন্তরিকতার সাথে কাজ করলে আমরা এই প্রশিক্ষণের বাস্তবায়ন করতে পারব'।
- সমাপনী অধিবেশনের জন্য সকলকে প্লেনারিতে বসান। আনুষ্ঠানিকভাবে প্রশিক্ষণের সমাপ্তি ঘোষণা করার জন্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের কাউকে আমন্ত্রণ জানান।
- অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে একজন পুরুষ ও একজন মহিলাকে তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করতে বলুন।
- সহায়কদের পক্ষ যে কোনো একজনকে ধন্যবাদ দিয়ে বক্তব্য দিতে বলুন।
- সভাপতিকে তার মূল্যবান বক্তব্য সহ প্রশিক্ষণের সমাপ্তি টানতে বলুন।
- সবশেষে সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে প্রশিক্ষণটি আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত করুন।

সমাপ্ত